হজ্বের ফযীলত

8/24/2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه   وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার প্রতি ১০ বার দরূদ পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার উপর ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার প্রতি ১০০ বার দরূদ পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার দু'চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই বান্দা মুনাফেকী এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস: ২৭৩৫)

মেরী যবান তর রহে যিকর ও দরূদ চে,   বে জা হাঁসো কাভী না করোঁ গুফতগু ফুযুল

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُوا الله! , صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

২০বার পায়ে হেঁটে হজ্বের সফর

রাকিবে দোশে মুস্তফা (অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক কাঁধে আরোহন কারী), সৈয়দুল আসখিয়া (অর্থাৎ দানশীলদের সর্দার), সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ একবার বলেন: "আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি খুবই লজ্জাবোধ করি যে, তাঁর সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করার জন্য, আমি **তাঁর** পবিত্র ঘর (অর্থাৎ পবিত্র কাবা শরীফ) পর্যন্ত কখনো পায়ে হেঁটে এলাম না!" অতএব তিনি (ইমাম হাসান) رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ২০বার মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে হজ্বের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে আসেন। (মুসতাতরাফ, আল বাবুল আউয়াল, ফসলূল হামিস ফিল হজ্ব ও ফদলিহি, ১/২৪)

ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দেখা গেলো যে, তিনি খানায়ে কাবার তাওয়াফ করলেন, এরপর মকামে ইব্রাহীমের নিকট দুই রাকাত নামায (ওয়াজিবুত তাওয়াফ) আদায় করলেন, অতঃপর আপন চেহারা মোবারক মকামে ইব্রাহীমের উপর রেখে অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে এভাবে মুনাজাত (দোয়া) করলেন:

www.dawateislami.net

(হে আমার দয়ালু মাওলা!) তোমার অধম বান্দা তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছে, তোমার ভিখারী তোমার দরজায় উপস্থিত, তোমার অসহায় বান্দা তোমার দরজায় উপস্থিত। এই কথাগুলো বার বার বলছিলেন আর কান্না করছিলেন, অতঃপর তিনি ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর গমন কিছু মিসকিন লোকের পাশ দিয়ে হলো, যারা বসে (সদকার) রুটির টুকরো খাচ্ছিলো, তিনি তাদেরকে সালাম করলে তারা তাঁকে খাওয়ার দাওয়াত পেশ করলো, তিনি (তাদের মনতুষ্টির জন্য) তাদের সাথে বসে গেলেন এবং বললেন: যদি এই রুটিগুলো সদকার না হতো, তবে আমিও আপনাদের সাথে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতাম, অতঃপর বললেন: উঠে সবাই আমার ঘরে চলুন। অতএব মিসকিনরা তাঁর সাথে চললো, তিনি তাদেরকে খাওয়ালেন এবং খাদিমদের আদেশ দিলেন যে, তাদেরকে দিরহামও পেশ করা হোক।

(মুসতাতরাফ, আল বাবুল আউয়াল, ফসলূল হামিস ফিল হজ্ব ও ফদলিহি, ১/২৩)

হাসানে মুজতাবা সায়্যিদুল আসখিয়া, রাকিবে দোশে ইযযত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: সকল দানশীলদের সর্দার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মোবারক সত্তার প্রতি লাখো সালাম, যিনি **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক কাঁধে আরোহন করেছেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হজ্বের জন্য ২০ বার পায়ে হেঁটে সফর করেছেন এবং মক্কা শরীফে বিনয় ও নম্রতার অনুসারী হয়ে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে কাঁদতে কাঁদতে দোয়াও করেন। জানা গেলো, যখন কারো হারামাঈনে তায়্যিবাইনের সফরের সৌভাগ্য নসীব হয় তবে তার উচিৎ হলো; খুবই বিনয় ও নম্রতা এবং মহত্ত্বের সাথে উপস্থিতির সৌভাগ্য অর্জন করা। হারামাঈনে তায়্যিবাঈনের (মক্কা ও মদীনা শরীফের) সফরের সৌভাগ্যের প্রত্যাশা সকল আশিকের অন্তরেই থাকে এবং থাকাও চাই, অনেক সৌভাগ্যবানের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং বাইতুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত এবং হজ্বে আনুসঙ্গিকতা আদায়ের মনোরম পরিবেশ দ্বারা ধন্য হয় আর অনেক আশিকানে রাসূল সর্বদা হারামাঈন শরীফাঈনের উপস্থিতির জন্য ব্যাকুল থাকেন,

www.dawateislami.net

তাদের মনের আকাংখা থাকে যে, ব্যস যেকোন ভাবেই এই পবিত্র সফরের সৌভাগ্য নসীব হয়ে যাক। আমাদেরও উচিৎ, আমরা যেন আমাদের অন্তরে ইশকে মুস্তফার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা, হজ্ব ও মদীনা শরীফর যিয়ারতের আকাংখাকে অন্তরে জাগিয়ে রাখা এবং **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় দৃষ্টির আশা করতে থাকা, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কখনো না কখনো আমরা গুনাহগারদের প্রতিও দৃষ্টি পড়বে এবং একদিন আমরাও মক্কা ও মদীনা শরীফের দিকে যাত্রা করবো।

বড়া হজ্ব পে আ'নে কো জি চাহতা হে, বুলাওয়া আব আ'য়েগা কব ইয়া ইলাহী!
মে মক্কে মে আ'ওঁ মদীনে মে আ'ওঁ, বানা কোয়ি এ্যয়সা সবব ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! পবিত্র কাবা এবং সবুজ গুম্বদের যিয়ারতের জন্য যাওয়া, হজ্ব বা ওমরা, মোটকথা যেকোন ভাল নিয়্যতে হেরমের পথে কদম রাখা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনেক বড় নেয়ামত এবং অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তা এমন মোবারক সফর যে, যাতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে, প্রতিটি কদমে নেকীর সৌভাগ্য নসীব হয়, যখন এই সৌভাগ্যবান মুসাফির নিজের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে তখন যেন তার ভাগ্যের নক্ষত্র একেবারে সুউচ্চে অবস্থান করে। আহ! এরূপ যদি সৌভাগ্য হতো! এই মোবারক সময়ে এই পবিত্র স্থানেই হায়াত ফুরিয়ে যেতো এবং সেখানেই দাফন নসীব হয়ে যেতো তবে এরচেয়ে বেশি একজন আশিকের জন্য আর কি উপহার হতে পারে এবং যদি ফিরে আসতেও হয় তবে আহ! ভাগ্য সহায় হলে আবারো যাওয়ার আশা করুন। কেননা, এটাও আশিকানে রাসূলের আগ্রহের প্রশান্তির মাধ্যম। মোটকথা! এই মোবারক সফরের খুবই উপকারীতা রয়েছে। আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবন করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: এই ঘর (অর্থাৎ বাইতুল্লাহ্) ইসলামের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভ, যে বাইতুল্লাহ্র হজ্ব বা ওমরা করলো তবে সে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে, সুতরাং যদি সে মরে যায় তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে জান্নাতে

www.dawateislami.net

প্রবেশ করাবেন এবং যদি সে (নিরাপদে) নিজের ঘরের দিকে ফিরে আসে তবে প্রতিদান ও গনিমত সহকারে ফিরবে। (মু'জামু আওসাত, মিন ইসমুহু মিকদাম, ৬/৩৫২, হাদীস: ৯০৩৩)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে হাজী, গাজি বা ওমরা সম্পাদন করে বের হলো, অতঃপর পথেই মৃত্যুবরণ করলো, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্যও কিয়ামত পর্যন্ত গাজি, হাজী এবং ওমরা সম্পাদনের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল মানাসিক, ফযলুল হজ্ব ওয়াল ওমরা, ৩/৪৭৪, হাদীস: ৪১০০)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে এই পথে হজ্ব বা ওমরা করার জন্য বের হলো এবং মৃত্যুবরণ করলো, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, হিসাব নেয়া হবে না এবং তাকে বলা হবে: "জান্নাতে প্রবেশ করো।"

(মু'জামুল আওসাত, মিন ইসমুহু মুহাম্মদ, বাবুল মিম, ৪/১১১, হাদীস: ৫৩৮৮)

তায়্যিবা মে মরকে ঠান্ডে চলে যাও আখেঁ বন্দ, সিধী সড়ক ইয়ে শহর শাফায়াত নগর কি হে।
জিন্দা রাহে তো হাযিরী বারগাহে নসীব, মর জায়েঁ তো হায়াতে আবাদ এ্যয়শ ঘর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২২১,২২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হজ্বের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্ব ইসলামের রুকন সমূহের মধ্যে একটি মূল রুকন এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। **আল্লাহ্ তায়ালা** সামর্থ্যবান লোকের উপর তা ফরয করেছেন, যে ফরয হওয়ার পরও তা আদায়ে অলসতা করবে তবে সে খুবই গুনাহগার এবং জাহান্নামের ভাগিদার হবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۷﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ্**রই জন্য মানবকূলের উপর সেই ঘরের হজ্ব করা (ফরয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে, আর যে অস্বীকারকারী হয়, তবে **আল্লাহ্** সমগ্র জাহান থেকে বে-পরোয়া।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রতি বছর লাখো মুসলমান এই ফরয আদায়ের জন্য একই রকম পোশাক পড়ে হারামের পবিত্র ভূমিতে একত্রিত হয়, এই মুহুর্তটি হাজীদের জন্য কোন মহান নেয়ামত থেকে কম নয়। কেননা, রব **তায়ালা** সেই সৌভাগ্যবানদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন এবং তাদের হজ্বের পরিবর্তে এমন মহান নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন, যার সম্পর্কে শুনে মুসলমানদের অন্তরেও সেই পবিত্র স্থানের যিয়ারতের আগ্রহ ও আকাংখা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে, আসুন! হজ্বের ফযীলত এবং হাজীদের অর্জিত **আল্লাহ্ তায়ালা** নেয়ামত সম্পর্কে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শ্রবন করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: হাজী নিজের পরিবারের মধ্য হতে ৪০০ (মুসলমানের) শাফায়াত করবে এবং গুনাহ হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন সেই দিনের মতো, যেদিন মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলো।

(কানযুল উম্মাল, হরফুল হা, কিতাবুল হজ্ব ওয়াল ওমরা, আল ফসলুল আউয়াল, ৫ম অংশ, ৩/৭, হাদীস: ১১৮৩৭)

২. ইরশাদ হচ্ছে: হজ্ব করো। কেননা, হজ্ব গুনাহ সমূহকে এমনভাবে ধুয়ে দেয়, যেমন পানি ময়লাকে ধুয়ে দেয়। (মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমুহুল কাসিম, ৩/৪১৬, হাদীস: ৪৯৯৭)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমরা কোন হাজীর সাথে সাক্ষাত করো, তখন তার সাথে সালাম ও মুসাফাহা করো এবং তাকে বলো যে, যেন নিজের ঘরে প্রবেশের পূর্বে তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। কেননা, তার মাগফিরাত হয়ে গেছে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাসিক, ৩য় অধ্যায়, ১/৪৭২, হাদীস: ২৫৩৮)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: যে হজ্বে যাওয়ার নিয়্যতে বের হলো, অতঃপর মারা গেলো তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য হজ্ব সম্পাদন কারীর সাওয়াব লিখে দিবেন এবং যে ওমরার নিয়্যতে বের হলো, অতঃপর মারা গেলো তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ওমরা সম্পাদনকারীর সাওয়াব লিখা যেতে থাকবে।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে আবি হুরায়রা, ৫/৪৪১, হাদীস: ৬৩২৭)

হুযুরে কা'বা হাযির হে হারাম কি খাক পর সর হে,
বড়ী সরকার মে পৌঁহছে মুকাদ্দার ইয়াওরী পর হে।
না হাম আ'নে কে লায়েক থে না কাবিল মুহ দেখানে কে,
মগর উন কা করম যরাহ নওয়ায ও বান্দা পরওয়ার হে।
খবর কিয়া হে ভিকারী কিয়া কিয়া নেয়মতেঁ পায়েঁ,
ইয়ে উঁচা ঘর হে উস কি ভিক আন্দাযাহ সে বাহার হে। (যওকে না'ত, ৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তায়ালা** হাজীদের প্রতি কেমন অনুগ্রহ প্রদান করেন যে, তাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন, তাদের মাগফিরাতের সনদ প্রদান করেন এবং হাজীর দোয়ার বরকতে লোকদের ক্ষমা ও মাগফিরাতের দৃঢ় আশা থাকে। আর যে হজ্বের নিয়্যতে বের হলো এবং পথে মৃত্যুবরন করলো তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজ্বের সাওয়াবও লেখা হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফর উপস্থিতি এমনি অমূল্য সুযোগ যে, তা সৌভাগ্যবানদেরই অর্জিত হয়, কতইনা সম্পদশালী লোক দিনরাত লন্ডন ও প্যারিসের সুন্দর স্বপ্ন দেখে এবং অনেকে তো এসব দেশ ভ্রমনে আনন্দিতও হয়ে যায় কিন্তু সামর্থ্য থাকার পরও হজ্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং রওযায়ে রাসূলের উপস্থিতির সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়, কিন্তু অনেক আশিকানে মক্কা ও মদীনা খুবই গরীব হওয়ার পরও সত্যিকার ব্যকুলতা এবং একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সাথে দোয়া করে থাকে, আর তাই **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের দোয়া কবুল করে তাদের হজ্ব ও মদীনার যিয়ারতে উপস্থিতির সৌভাগ্য দান করেন।

দোয়া জু নিকাল থি দিল চে আ'খির পলট কে মকবুল হো কে আ'য়ি,
ওহ জযবা জিচ মে তড়প থি সাচ্ছি ওহ জযবা আ'খির কো কাম আয়া,

যে সৌভাগ্যবানদের এই সৌভাগ্য নসীব হয়, সে যেন তার সৌভাগ্যে **আল্লাহ্ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং এই সফরে **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের গুনাহ সমূহকে স্মরন করে এবং সেই মোবারক সফরকে দুনিয়াবী অন্যান্য সফরের ন্যায় বিনোদন মনে করে এই মোবারক মুহুর্তগুলোকে অযথা নষ্ট না করে আর হেরমের হুদুদে (সীমানায়) পৌঁছে সর্বদা ইবাদত ও তিলাওয়াত এবং নেক আমলের আধিক্যে নিজের সময় অতিবাহিত করে। কেননা, মক্কা শরীফয় একটি নেকীর সাওয়াব এক লক্ষ নেকীর সমান অর্জিত হয়।

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত রয়েছে: "মক্কা শরীফে একদিনের রোযা এক লক্ষ রোযার সমান। এক দিরহাম সদকা করা এক লক্ষ দিরহামের সমান। এমনিভাবে প্রতিটি নেকী একলক্ষ নেকীর সমান।"

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৭৩৪)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মক্কা শরীফে একটি নেকী এক লক্ষ নেকীর সমান, নিঃসন্দেহে এটি আনন্দের বিষয়, কিন্তু এটাও মনে গেঁথে নিন যে, সেখানকার একটি গুনাহও এক লক্ষ গুনাহের সমান, সুতরাং যে সৌভাগ্যবানের এই পবিত্র স্থানে উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায় তবে তার সতর্কতা, সতর্কতা এবং কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, অজ্ঞাত বশতঃ যেন কোন গুনাহ হয়ে না যায়। আফসোস! শত কোটি আফসোস!! অনেক মূর্খ এই পবিত্র স্থানের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে নিঃসংকোচে গুনাহ করতে দেখা যায় এবং কুদৃষ্টি, মিথ্যা, গীবত, ওয়াদা ভঙ্গ, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে মুসলমানদের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি গুনাহ করা থেকে বিরত থাকে না, আহ! হেরমে পাকে যদি শুধুমাত্র একবার মিথ্যা বলে, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তির মনে কষ্ট দিয়ে থাকে, একবার গীবত বা চোগলখোরী করে বসে তবে অন্য কোন স্থানে যেন এক লক্ষ বার এই গুনাহ করা হলো اَلْاَمَانُ وَ الْحَفِيْظ। **আল্লাহ্**র দোহাই! হুঁশে ফিরে আসুন এবং হজ্বের সময় অধিকহারে নেকীর কাজ করে হজ্বের কবুলিয়্যতের জন্য দোয়া করুন এবং অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকার জোর প্রচেষ্টা ও অভ্যাস গড়ুন। অনেকের সর্বদা মোবাইল ফোন ব্যবহারের রোগ আছে, তারা সেখানেও তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে না এবং সোস্যাল মিডিয়ার (Social Media) মাধ্যমে নিজের পরিচিত জনদেরকে নিজের প্রতি মুহুর্তের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে।

হজ্ব ও ওমরা এবং সেলফি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **"সেলফির ৩০টি শিক্ষনীয় ঘটনাবলী"** এর ২১ পৃষ্ঠায় বলেন: হজ্ব ও ওমরার সফরের সময়েও সেলফি আসক্তরা তাদের শখ পূরণ করতে দেখা যায়, তাদের যে দৃশ্য সুন্দর লাগে তৎক্ষণাৎ সেলফি তুলে নেয় এবং সোশ্যাল মিডিয়ার (Social Media) মাধ্যমে তা প্রচার করে দেয়। হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়ার সময়, সাঈ এবং তাওয়াফ করার সময়ও সেলফি তোলা হচ্ছে, যার ফলে তাওয়াফ ও সাঈ করা লোকদের কাজে বিঘ্ন ঘটে, লোকজন একে অপরের উপর

www.dawateislami.net

গিয়ে পড়ে বা ধাক্কা লাগে, যার কারণে তাদের কষ্ট হয়। এমনকি সেলফি ধারণকারীদের ইবাদতের আগ্রহেও এর প্রভাব পড়ে, সোনালী জালির পাশে মুয়াজাহা শরীফের সামনে হাজেরীর সময়ও সেলফি ধারণকারী পাওয়া যায়। এই কাজের উদ্দেশ্যে অনেকে নিজের পিঠ মুয়াজাহা শরীফের দিকে করে নেয়। হায় আফসোস! আমাদের মনমানসিকতা যদি এমন হয়ে যায় যে, হারামাঈন শরীফাঈনের উদ্দেশ্যে সফর সেলফি তোলার জন্য নয় বরং সাওয়াব অর্জনের জন্য।

হারাম কি যমিঁ অউর কদম রাখ কে চলনা,
আরে সর কা মওকা হে আও জানে ওয়ালে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই সৌভাগ্যবানদের হজ্ব ও ওমরার সৌভাগ্য নসীব হয়, তাদের উচিৎ যে, পবিত্র স্থানে উপস্থিতির আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অহেতুক কথাবার্তা এবং মোবাইল ফোনের অযথা ব্যবহার থেকে বিরত থেকে সর্বদা **আল্লাহ্ তায়ালা**র যিকির, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত, দরূদ ও সালাম, তাসবীহ ও তাহলিল করতে থাকুন, এর পাশাপাশি বুযুর্গানে দ্বীনদের হজ্বে যাওয়ার ঘটনাবলী, সফরের মাঝে এবং পবিত্র স্থানে উপস্থিতির সময় তাঁদের অভ্যাস সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে হজ্বের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাবে। আসুন! হজ্বের সফর সম্পর্কীত বুযুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী শ্রবণ করি:

উত্তম সফরসঙ্গী

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট আরয করলেন: "আমাকে এমন কোন সফরসঙ্গী সম্পর্কে বলুন যাঁর সাহচর্যের বরকত অর্জন করে আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** মহান দরবারে উপস্থিত হতে পারি। কেননা, আমি হজ্বের সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি।" তিনি বললেন: "হে ভাই! আপনি যদি সফরসঙ্গী চান, তবে কোরআন তিলাওয়াতকে আপনার সঙ্গী বানিয়ে নিন আর যদি সাথী চান, তবে ফিরিশতাদেরকে আপনার সাথী বানিয়ে নিন আর যদি বন্ধুর দরকার হয়, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** হলেন আপনার বন্ধুদের অন্তরের মালিক, আর যদি

www.dawateislami.net

সফরের পাথেয় চান, তবে **আল্লাহ্ তায়ালার** উপর দৃঢ় বিশ্বাসই সব চেয়ে বড় পাথেয় এবং কাবাতুল্লাহ্ শরীফকে আপনার সামনে মনে করে আনন্দের সাথে এর তাওয়াফ করুন।” (আঁসুয়োঁ কি দরিয়া, ১৭০ পৃষ্ঠা)

শায়খ শিবলী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর হজ্ব

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন আরাফাতে অবস্থানের সৌভাগ্য অর্জন করলেন, তখন একেবারে চুপ হয়ে গেলেন, এমনকি সূর্যাস্ত হয়ে গেলো, (সা’ঈ করাবস্থায়) যখন মে’লাইনে আখদ্বারাইন (অর্থাৎ সবুজ সংকেত) থেকে সামনে অগ্রসর হলেন, তখন চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে শুরু করলো এবং তিনি এই শেরগুলো পাঠ করলেন: আমি চলছি এই অবস্থায় যে, আমি আমার অন্তরে তোমার ভালবাসার মোহর লাগিয়ে নিয়েছি, যেন এই অন্তরে তুমি ছাড়া আর কারো স্থান না হয়। আহ! আমি যদি আমার চোখ বন্ধ করার ক্ষমতা পেতাম তবে সেই সময় পর্যন্ত কাউকে দেখতাম না, যেই পর্যন্ত তোমাকে না দেখে নিতাম। যখন অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আসলেই কে কান্না করছে আর কার কান্না কৃত্রিম।” (রওযুর রাইয়াহীন, ১০০ পৃষ্ঠা)

আমি কেন কাঁদবো না?

বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন আলী বিন আবু তালিব رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হজ্বের উদ্দেশ্যে (নিজের ঘর থেকে) বের হলেন, যখন তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন তখন বাইতুল্লাহ্ শরীফকে দেখেই কান্না জুড়ে দিলেন, এমনকি কান্না করতে করতে তাঁর আওয়াজ বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। তাঁকে আরয করা হলো: নিশ্চয় সবার দৃষ্টি আপনার দিকে লেগে আছে, তাই আপনার আওয়াজ কমিয়ে দিন। তিনি বললেন: আমি কেন কাঁদবো না? হয়ত **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার কান্নার কারণে আমার উপর রহমতের দৃষ্টি প্রদান করবেন এবং আমি কিয়ামত দিবসে **তাঁর** দরবারে সফল হয়ে যাব। অতঃপর তিনি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ করলেন এবং **“মকামে ইব্রাহীমে”** নামায আদায় করলেন, যখন তিনি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, তখন সিজদার স্থানটি তাঁর চোখের পানিতে ভিজে গিয়েছিলো। (রওজুর রাইয়াহীন, ১১৩ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরতের হজ্বের সফর

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বাইতুল্লাহ্ শরীফ এবং হারামাঈন শরীফাঈনের আশিক ছিলেন, এই আলোচনা খুবই আকর্ষণীয়, দ্বিতীয় হজ্বের সময়ে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ মক্কা শরীফে ছিলেন, প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন, একজন তুর্কী ডাক্তার রমযান আফন্দি খুবই সামান্য পরিমান লবণ দিলেন এবং বললেন: জমজমের পানির সাথে মিশিয়ে পান করবেন। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ একথা শুনে খুশি হলেন, বললেন: ডাক্তার সাহেব সেই ঔষধ দিয়েছেন, যা আমার শারীরিকভাবে প্রিয় এবং পছন্দনীয় ছিলো, অর্থাৎ জমজম শরীফ। আমার অভ্যাস হলো যে, বাসি পানি পান করতাম না এবং পান করলে সাথেসাথেই সর্দি হয়ে যেতো, কিন্তু জমজমের বরকতে দেখা গেলো যে, সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থতায়, দিনে, রাতে, তাজা, বাসি অধিকহারে পানি পান করলাম, জ্বরের প্রভাবে রাতে যখন চোখ খুলতাম, কুলি করতাম এবং জমজম পান করতাম, ওযুর পূর্বে পান করতাম, ওযুর পর পান করতাম, পৌনে তিন মাস মক্কা শরীফে অবস্থান কালে আমি হিসাব করলাম যে, প্রায় চার মণ জমজমের পানি আমার পেটে এসেছে। (আনওয়ারে রযা, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

ইয়ে জমজম ইচ লিয়ে হে জিচ লিয়ে ইচ কো পিয়ে কোয়ী,
ইচি জমজম মে জান্নাত হে ইচি জমজম মে কাওসার হে। (যওকে নাত, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা যখনই হজ্বের সফরে যাত্রা করতেন, তখন সর্বদা **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির এবং কোরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন এবং খোদাভীতির কারণে অশ্রু বিসর্জন করতেন আর জমজমের পানির বরকতে খুবই আনন্দ অনুভব করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, যখনই হজ্বের সৌভাগ্য নসীব হবে তখন এরূপ করা থেকে বিরত থাকা যে, যার কারণে স্বয়ং নিজের হজ্বের পাশাপাশি অপরের আগ্রহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

“ছুটির দিনের ইতিকাফ”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা’ওয়াতে ইসলামী যেমনিভাবে লেখনির মাধ্যমে মুসলমানদের গুনাহ থেকে বাঁচানো এবং তাদের নেকীর কাজে লাগানোর কাজ হাতে নিয়েছে, তেমনিভাবে **১২টি** মাদানী কাজের মাধ্যমেও নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। **১২টি** মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **“ছুটির দিনের ইতিকাফ”**। এই মাদানী কাজের মাধ্যমে শহর ছাড়াও সেসব এলাকা বা গ্রামগঞ্জ ইত্যাদি যেখানেই মাদানী কাজ শুরু করতে চান বা মাদানী কাজকে আরো শক্তিশালী করতে চান, নেকীর দাওয়াতকে প্রসারকারী মুবাল্লিগ তৈরি করতে চান, খালি মসজিদকে পরিপূর্ণ করতে চান তবে এই মাদানী কাজের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যকে সফল করার চেষ্টা করা হয়। **“ছুটির দিনের ইতিকাফ”** এর রুটিনে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে, জুমা থেকে আসর বা আসর থেকে মাগরীব স্থানীয় লোকদেরকে সুন্নাত ও আদব শেখানো, সচরাচর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করানো, নামাযের মৌলিক মাসআলা সমূহ সম্পর্কে অবহিত করানো ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত। স্থানীয় যিম্মাদারদের সাথে জামেয়াতুল মদীনার ছাত্ররাও **“ছুটির দিনের ইতিকাফ”** এর মাদানী কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ছুটির দিনের ইতিকাফের সম্পূর্ণ রুটিন মসজিদেই হয়ে থাকে, যার বরকতে মসজিদও পরিপূর্ণ থাকে। হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখো যে, সে মসজিদে অধিকহারে আসা যাওয়া করে, তবে তার ঈমানের সাক্ষ্য দাও। কেননা, (১০ম পারার সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতে) খালিক ও মালিক **আল্লাহ্ তায়ালার** ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَی الزَّكٰوةَ

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্র মসজিদ সমূহের তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ্** ও কিয়ামতের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা’জা ফি হুরমাতিস সালাত, নম্বর-২৬২৬, ৪/২৮০)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মসজিদকে ভালবাসে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে তাঁর প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, বাবু লুযুমিল মাসাজিদ, নম্বর-২০৩১, ২/১৩৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মসজিদ ভরো সংগঠনে অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাই। কেননা, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী পরিবেশ মসজিদ পূর্ণ করার, লোকদেরকে নামাযী বানানোর, গুনাহ থেকে বাঁচানোর এবং তাদেরকে সালাত ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে থাকে, এই মাদানী পরিবেশের বরকতে এই পর্যন্ত অনেক বিপথগামী লোকের সংশোধন হয়েছে এবং তাদের জীবনে সত্যিকার মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সিনেমা নাটক থেকে তাওবাকারী এক আশিকে রাসূলের জীবনে সাধিত হওয়া মাদানী পরিবর্তনের একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার প্রত্যক্ষ করি:

সিনেমা পাগলের তাওবা

কুচুর (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: সাধারণ যুবকের মতোই আমিও অসংখ্য খারাপ চরিত্রে লিপ্ত ছিলাম। সিনেমা নাটক দেখা, খেলাধুলায় সময় নষ্ট করা আমার প্রিয় কাজ ছিলো। একবার রমযানুল মোবারক তাশরীফ নিয়ে আসলে আমি গুনাহগারেরও মসজিদে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হলো। সেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন যিম্মাদার ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দিতো। দরসে পর তিনি খুবই সৌহাদ্যপূর্ণ ভাবে সবার সাথে সাক্ষাৎ করতে, তার সৎচরিত্র দেখে আমি খুবই প্রভাবীত হলাম। বিশেষ করে তার **"প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা"** বলাটা অনেক্ষন পর্যন্ত আমার কানে মধু ঝরতে লাগলো। একদিন তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমার সাথে খুবই মুহাব্বতের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত পেশ করলেন, আমি অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করলাম। বৃহস্পতিবার আসার পূর্বেই আমি আমীরে আহলে

www.dawateislami.net

সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ানের ক্যাসেট "পুল সীরাতের ভয়াবহতা" কোথা হতে যেন পেয়ে গেলাম। আমি খুবই মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনতে লাগলাম। "পুল সীরাত" এর নাম তো আমি পূর্বেও শুনেছি কিন্তু পুল সীরাত পার হওয়া যে এতোই ভয়াবহ, তা আমি এই বয়ান শুনেই জানতে পারলাম। যখন আমি আমার গুনাহ্, আর আমার দূর্বল শরীরের দিকে লক্ষ্য করলাম তখন আমার চোখে পানি এসে গেলো যে, আমি পুল সীরাত কিভাবে পার করবো, সুতরাং আমি আমার **রব (আল্লাহ্) তায়ালার** অবাধ্যতা থেকে তাওবা করে সংশোধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের বরকতে সুন্নাত অনুযায়ী দাড়ি শরীফ, পাগড়ী এবং সাদা পোশাক শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হজ্ব ও ওমরা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** তবলীগে দ্বীনের ১০৪টি বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রসারে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"হজ্ব ও ওমরা মজলিশ"**। যা হজ্ব ও ওমরায় গমনকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের প্রশিক্ষণ করানো, তাদের বারগাহে খোদাওয়ান্দি ও বারগাহে মুস্তফার আদব এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়িল শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই মজলিশে অর্ন্তভূক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়েরা প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমে হজ্ব ক্যাম্পে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, আর মুবাল্লিগাত ইসলামী বোনের মহিলা হাজীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মজলিশের আওতায় হজ্ব ও যিয়ারতে মদীনার জন্য মক্কা মদীনা গমনকারীদেরকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব **"রফিকুল হারামাঈন"** এবং **"রফিকুল মু'তামিরিন"** উপহার স্বরূপ দেয়া হয়, যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** ঘরের মেহমান এবং **হাবীবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকগণ এই ইবাদতকে সহজ ভাবে আদায় করতে সফল হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর প্রতি নিজেও খুবই আগ্রহী এবং উম্মতে মুসলিমাকেও নেকীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেই থাকেন, তিনি **"হজ্ব ও সফরে মদীনার ১৯টি মাদানী ইনআমাত"** প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীদের তিনি যে দোয়া করেছেন, তা শুনে নিন: **"ইয়া রব্বে মুস্তফা!** যে ওমরা শরীফের সফরে এই মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী নিজের সময় অতিবাহিত করে, তাকে **মৃত্যুর সময় প্রিয় মাহবুবের জলওয়া দেখাও"**। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের আগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রাখতে হাজী বা হাজী নয় এমন সবার জন্য কয়েকটি উপকারী মাদানী ফুল। আসুন! মনোযোগ সহকারে শুনে তা নিজের অন্তরের মাদানী ফুলদানীতে সাজানোর চেষ্টা করুন।

প্রথম পদ্ধতি:

আল্লাহ্ তায়ালার বিধানাবলী আগ্রহ সহকারে আদায় করতে, **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করতে, নামায এবং অন্যান্য ইবাদত অবিলম্বে আদায় করতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের মানসিকতা তৈরি করুন। কেননা, যখন এই মানসিকতা তৈরি হয়ে যাবে যে, আমাদের প্রতিটি বিষয়ে **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত্য করতে হবে তবে হজ্ব হোক বা নামায, রোযা হোক বা যাকাত যেকোন বিষয়েই শরীয়াতের আহকামের বিরোদ্ধাচারণ করবে না। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

দ্বিতীয় পদ্ধতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের আগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রাখতে **আল্লাহ্ তায়ালার** আনুগত্যের পাশাপাশি **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, বিশেষ করে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দু'টি বাণী সর্বদা মনের মাঝে গেঁথে রাখুন। (১) হাজী নিজ পরিবারের মধ্য হতে ৪০০

www.dawateislami.net

(মুসলমানের) শাফায়াত করবে এবং গুনাহ হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন সেই দিনের মতো, যেদিন মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলো। (কানযুল উম্মাল, হরফুল হা, কিতাবুল হজ্ব ওয়াল ওমরা, আল ফসলুল আউয়াল, ৫ম অংশ, ৩/৭, হাদীসঃ ১১৮৩৭) (২) হজ্ব করো। কেননা, হজ্ব গুনাহ সমূহকে এমনভাবে ধুয়ে দেয়, যেমন পানি ময়লাকে ধুয়ে দেয়।

(মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমুহুল কাসিম, ৩/৪১৬, হাদীসঃ ৪৯৯৭)

তবে যখন হাজীর এই বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন হবে যে, হজ্বের বরকতে আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং আমার আমল নামা থেকে গুনাহের কালি ধুয়ে গেছে তখন ইবাদতের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হবে আর তার অন্তর গুনাহকে ঘৃণা করতে থাকবে এবং নেক আমলের দিকে আগ্রাহান্বিত হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তৃতীয় পদ্ধতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের আগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রাখতে নেককার লোকের সহচর্য অবলম্বন করাও খুবই উপকারী। যদি আমরা এমন নেককার লোকের সংস্পর্শে থাকি, যে সর্বদা ইবাদত ও তিলাওয়াত, অধিকহারে যিকির ও দরূদ, নেক ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য নেক কাজের প্রতি আগ্রহ রাখে, তবে তাকে দেখে আমাদের মাঝেও ইবাদতের আগ্রহ এবং এসকল কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে আর আমরাও নেককাজ করতে সফল হবো। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, ভালো পরিবেশ চিনবো কিভাবে? মনে রাখবেন! উত্তম সমাজ এবং একটি ভাল পরিবেশের পরিচয় এটা যে, যার ভিত্তি খোদাভীতি, ধর্মভীরুতা এবং নেকী ও পরহেযগারীতার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে মানুষ **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবোসে এবং একে অপরের অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখে। এই পরিবেশে সম্পৃক্ত লোকেরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে। কেননা, যদি কেউ তাদের সহচর্য অবলম্বন করে তবে সেও তাদেরই রঙে রঙিন হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আমাদেরকে উত্তম বন্ধুর পরিচয় এটা বলা হয়েছে যে, উত্তম বন্ধু হলো সেই, তাকে দেখার কারণে তোমার **আল্লাহ্ তায়ালার** স্মরন হয়, তার কথাবার্তায় তোমাদের (নেক) আমলে বৃদ্ধি পায় এবং তার আমল তোমাদের আখিরাতের স্মরন করিয়ে দেয়।

(জামেউস সগীর, হরফুল খা, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪০৬৩)

www.dawateislami.net

সুতরাং বিশেষ করে হাজী এবং সাধারণত আমাদের সবারই উচিৎ, আমরা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানাতে দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে অবসর হয়ে একাকিত্ব অবলম্বন করা বা এমন নিশ্চুপ এবং সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাইয়ের সহচর্যে বসা, যার কথায় খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফায় বৃদ্ধির উপায় হয়, যে কখনো কখনো প্রকাশ্য গুনাহ এবং বাতেনী রোগ চিহ্নিত করে এবং এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে থাকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এমনি নেক বান্দাদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অনেক সময় মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যায়। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইয়ায়িদ বিন হারূন رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ওয়াসেতী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْه কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি বললাম: কি কারণে? বললেন: একবার জুমার দিন আসরের নামাযের পর হযরত সায়্যিদুনা আবু আমর বসরী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْه আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে এলেন, তিনি দোয়া করলে আমি আমিন বললাম, ব্যস! যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে বিদায় নিলাম, তখন আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। (শরহুস সুদুর, ২৮২ পৃষ্ঠা)

মুঝে বে হিসাব বখশ দেয় মেরে মওলা
তুঝে ওয়াসেতা নেক বান্দো কা ইয়া রব! (গীবত কি তাবাকারিয়াঁ, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বর্তমান সময়ে তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ আমাদের জন্য একটি মহান নেয়ামত। এই বিষয়টি কারো সামনে লুকায়িত নয় যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত অসংখ্য ব্যক্তি খোদাভীতি এবং ইশকে মুস্তফার অনুসারী হয়ে গেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী** সমাজের সংশোধন, যুবকদের ইলমী, আমলী এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। আপনিও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকত অর্জন করুন এবং আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চতুর্থ পদ্ধতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক আমলের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য প্রতিদিন আপনি একটি লক্ষ্য স্থির করুন যে, আমি সারা দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নফল ইবাদত করারও পুরোপুরি চেষ্টা করবো। কেননা, এরূপ করাতে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ অটুট থাকবে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনও প্রতিদিন নেক আমল করার একটি লক্ষ্য বানিয়ে নিতেন অতঃপর এতে আমল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন, আর লক্ষ্য পূরণ করে নেয়ার পরও তারা নিজেকে ইবাদত ও রিয়াযতেই মগ্ন রাখতেন।

হযরত সায়্যিদুনা আমির বিন আব্দে কায়েস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ (নিজে যুগের) সর্বোত্তম ইবাদতকারী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায আদায় করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি ইশরাকের সময় থেকে শুরু করে আসর পর্যন্ত একাধারে নামাযে মগ্ন থাকতেন, অতঃপর তিনি নামায থেকে বিরত হয়ে এই অবস্থায় ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন যে, তাঁর হাঁটু এবং পা ফুলে যেতো, (এরূপ ইবাদত করার পরও বিনয়ের অবস্থা এমন ছিলো যে) নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: হে নফস! তোকে ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে নাকি গুনাহের আদেশ দেয়ার জন্য? **আল্লাহ্**র শপথ! আমি তোকে (নেক) আমলে এমনভাবে ব্যস্ত রাখবো যে, বিছানাও তোর নসীব হবে না।

(উয়ুনুল হিকায়ত, ৯৭ পৃষ্ঠা)

মেরে জীন্দেগী ব্যস তেরে বান্দেগী মে,
হি এ্যয় কাশ গুযরে সদা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জীবনের কোন ভরসা নাই!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবনের কোন ভরসা নাই। কেননা, নিশ্বাসের এই মালা জানি না কখন ছিড়ে ছড়িয়ে পড়ে, **আল্লাহ্** না করুক! আমরা গুনাহ থেকে তাওবা করার সময়ও হয়তো পাবো না এবং আমাদের আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে, **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** আমাদেরকে মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রাখুক, শেষ পরিণতি ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত নসীব হোক, আমাদেরকে নিজের

www.dawateislami.net

আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য কিছু না কিছু নেক আমল করার লক্ষ্য স্থির করে নেয়া উচিৎ, যেন নেক আমলের প্রতি স্থায়ীত্ব অর্জন হতে পারে। এর সহজ পদ্ধতি হলো যে, ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাত প্রতিদিন নেকী অর্জনের সেই মহান মাদানী মাধ্যম, যার মাধ্যমে সকাল থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত নেকী অর্জন করার অসংখ্য সুযোগ পাওয়া যায়, যেমন সদায়ে মদীনা লাগানো অর্থাৎ সকালে ফযরের নামাযের পূর্বে মুসলমানদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়া, ফযরের নামাযের পর মাদানী হালকায় তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহ তিলাওয়াত করা বা শুনা, ইশরাক ও চাশতের নফল নামায পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরে আদায় করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এবং ঘুমানোর সময় কমপক্ষে একবার আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা পাঠ করা, রাতে সূরা মুলক পাঠ করা বা শুনা, মাদানী দরস (ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস) দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করা, ইশার নামাযের পর বা সুযোগ মতো যেকোন সময় প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদারাসাতুল মদীনায় পড়া বা পড়ানো। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ এবং মাদানী দাওরা ছাড়াও অন্যান্য অনেক মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার মাধ্যমে সাওয়াবে পরিপূর্ণ ভান্ডার অর্জন করা যায়। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সহিত ইবাদত ও তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য নসীব করুন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক সত্যিকার আশিকের এই আশা থাকে যে, আহ! তার ঠিকানাই যদি মদীনায়ে তায়্যিবা হয়ে যেতো, সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করতে পারতো এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমেই জীবন ও মরণ নসীব হয়ে যেতো, এরূপ সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন হলো, সায়্যিদী কুতবে মদীনা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ। আসুন! তাঁর মোবারক জীবনি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু ঝলক শ্রবন করি:

www.dawateislami.net

সায়্যিদী কুত্বে মদীনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হুযুর সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নাম যিয়াউদ্দীন আহমদ, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলতেন: আমার জন্মগত নাম "আহমদ মুখতার", আমার দাদা হযরত শায়খ কুতুবুদ্দীন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه পরে আমার নাম রাখেন "যিয়াউদ্দীন", তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সোমবার রবিউল আউয়াল ১২৯৪ হিজরীতে কালাস ওয়ালা শহর, জিলা সিয়াল কোটে (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সিয়াল কোটকে যিয়াউদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে সম্পর্ক রেখে "যিয়া কোট" বলে থাকে) জন্মগ্রহণ করেন।
(সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৪)

প্রাথমিক শিক্ষা!

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه প্রাথমিক শিক্ষা নিজের দাদাজান থেকে অর্জন করেন, অতঃপর যিয়াকোট (শিয়ালকোট) এর প্রসিদ্ধ আলিম ও আরিফ হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর মারকাযুল আউলিয়া লাহোর যান এবং সেখানকার বড় বড় ওলামায়ে কিরামের নিকট শিক্ষা অর্জন করার পর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস ও আলিমে দ্বীন হযরত আল্লামা ওসী আহমদ মুহাদ্দীস সুরতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরসের আসরে যোগদেন এবং প্রায় চার (৪) বৎসর যাবৎ তাঁর থেকে শিক্ষা অর্জন করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওফাত ও দাফন

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ১৩২৭ হিজরীতে বাগদাদে মুয়াল্লা থেকে মদীনা শরীফে উপস্থিত হলেন এবং প্রায় ৭৫ বছর তাঁর এখানে অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন হয় আর ৬০বার হজ্ব করার সৌভাগ্য নসীব হয়। (সায়্যিদী কুতবে মদীনা, ৭ম পৃষ্ঠা। আনওয়ারে কুবে মদীনা, ৩০৭ পৃষ্ঠা) এমনকি ৪ঠা যিলহজ্ব ১৪০১ হিজরি মোতাবেক ২রা অক্টোবর ১৯৮১ সালে পবিত্র জুমার দিন মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন সাহেব 'اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ' বললেন, আর এদিকে সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কলেমা শরীফ পাঠ করলেন

www.dawateislami.net

এবং তাঁর রূহ মোবারক দেহপিঞ্জর থেকে বের হয়ে যায়। গোসল শরীফের পর পবিত্র কাফন বিছিয়ে মাথা মোবারকের নিচে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হুজরা মাকসূরা শরীফের পবিত্র মাটি রাখা হয়, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী কবরের গোস্‌সালা শরীফ (অর্থাৎ রওজা মোবারক ধোয়া পানি) ও বিভিন্ন তাবারুকাত প্রদান করা হয়, তারপর কাফন শরীফ বাঁধা হয়। আসরের নামাযের পর দরূদ শরীফ, সালাত ও সালাম এবং কসীদায়ে বুরদা শরীফের মাতোয়ারা করা চমৎকার শব্দে তাঁর পবিত্র জানাযা মোবারক উঠানো হয়। সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে জান্নাতুল বাক্বীতে সায়্যিদাতুন্নিসা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নূরানী মাজার শরীফের মাত্র দুই গজ ব্যবধানে দাফন করা হয়। (সায়্যিদী কুতবে মদীনা, ১৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যিলহজ্বের প্রথম দশদিনের ফযীলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নেকী অর্জনের একটি উত্তম সুযোগ এসে গেলো, জি হ্যাঁ! যুলহিজ্জাতুল হারামের বরকতময় মাস শুরু হয়ে গেছে। এই মোবারক মাসের কথাইবা কি বলবো, হাদীসে পাকের বর্ণনানুসারে যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন রমযানুল মোবারকের পরে সকল দিনগুলো থেকে উত্তম। আসুন! নেকীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে এবং নিজেকে ইবাদতে ব্যস্ত রাখতে যুলহিজ্জাতুল হারামের প্রথম দশদিনের ফযীলত সম্পর্কীত **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই:

১. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট হজ্বের এই ১০ দিন থেকে উত্তম এবং পছন্দনীয় আর কোন দিন নেই। সুতরাং এই দিন গুলোতে তাহলিল (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ) এবং তাকবীর (اَللهُ اَكْبَرُ) অধিকহারে পাঠ করো। কেননা তা হলো তাহলিল, তাকবীর এবং **আল্লাহ্‌র** যিকিরের দিন। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, ৩/৩৫৬, হাদীস: ৩৭৫৮)

www.dawateislami.net

২. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ্ তায়ালা** যিলহজ্ব মাসের দশদিনের চেয়ে বেশী কোন দিনে তাঁর ইবাদত করাকে এতো পছন্দ করেন না, এর প্রতিটি দিনের রোযা এক বছরের এবং প্রত্যেক রাতের ইবাদত শবে কদরের সমান। (তিরমিযী, ২/১৯২, হাদীস: ৭৫৮)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি আমার ধারণা যে, আরাফার (অর্থাৎ ৯ যুলহিজ্জাতুল হারাম) দিন এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। (মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৬)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: আরাফার (অর্থাৎ ৯ যুলহিজ্জাতুল হারাম) দিনের রোযা হাজার রোযার সমান। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৫৭, হাদীস: ৩৭৬৪) কিন্তু হজ্ব সম্পাদন কারীদের জন্য যারা আরাফাতে রয়েছে, তাদের আরাফার (অর্থাৎ ৯ যুলহিজ্জাতুল হারাম) দিনে রোযা রাখা মাকরূহ। কেননা, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে খুযাইমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন; **হুযুর পুরনুর, শাফেয়ে ইয়াওমুন নুশুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরাফার দিন (অর্থাৎ ৯ যুলহিজ্জাতুল হারামের দিন) আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে খুযাইমা, ৩/২৯২, হাদীস: ২১০১)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **"হজ্বের ফযীলত"** শ্রবণ করলাম। যেমন ♣ হজ্ব সম্পাদনকারী তার পরিবারের ৪০০ জনের শাফায়াত করবে। ♣ হজ্ব সম্পাদনকারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ♣ হজ্ব সম্পাদনকারীর **রব তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। ♣ হজ্ব সম্পাদনকারী যদি পথে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজ্বের সাওয়াব লিখা হয়। ♣ হজ্ব সম্পাদনকারী ♣ হাজীদের জন্য কতইনা মহান সুসংবাদ রয়েছে, যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্র হজ্ব করলো বা ওমরা করলো তবে সে **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়াময় দায়িত্বে, সুতরাং যদি সে মরে যায় তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যদি সে (নিরাপত্তার সহিত) তার ঘরে ফিরে আসে তবে প্রতিদান ও গণিমত সহকারে ফিরবে। ♣ যে হাজী, গাজী বা ওমরা করার জন্য বের হলো অতঃপর পথে মৃত্যুবরণ করলো, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্যও কিয়ামত পর্যন্তও গাজী, হাজী এবং ওমরা করার সাওয়াব লিখে দেন। ♣ যে এই পথে হজ্ব বা ওমরা করার জন্য বের হলো

www.dawateislami.net

এবং মৃত্যুবরণ করলো, তবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে না, হিসাব নিকাশও হবে না এবং তাকে বলা হবে যে, **“জান্নাতে প্রবেশ করো”**।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরও বারবার বাইতুল্লাহ্র হজ্ব করার সৌভাগ্য নসীব করুক, হারামাঈনে তায়্যিবাঈনের বা-আদব উপস্থিতি নসীব করুক, যে সৌভাগ্যবান এই বছর হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করছে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের এই ব্যয়, তাদের এই সফর এবং তাদের হজ্বকে তাঁর পবিত্র দরবারে কবুল করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

কাশ! নেকী কি দাওয়াত মে দোঁ জা’বজা,
সুন্নাতেঁ আ’ম করতা রাহোঁ জা’বজা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫০২ পৃষ্ঠা)

পাগড়ী বাঁধার সুন্নাত ও আদব

নিঃসন্দেহে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর নিয়মিত আমল করার কারণে আমরা নিজের জীবনে চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক বরং প্রত্যেকটি পর্যায়ে উন্নত ও উচ্চ স্থান অর্জন করতে পারি। কেননা, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত, **তাঁর** জীবনোপায় সমস্ত মুসলমানের জন্য মুক্তি ও ক্ষমার উপায়। এরূপ পছন্দনীয় সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি সুন্নাত হলো পাগড়ী বাঁধা, জি হ্যাঁ! এটি আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই পছন্দনীয় সুন্নাত। আসুন! পাগড়ী শরীফ বাঁধার কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শুনা সৌভাগ্য অর্জন করি। ❀ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাগড়ী হচ্ছে আরবের মুকুট, তাই পাগড়ী পরিধান বাঁধো তোমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং যে পাগড়ী বাঁধবে

www.dawateislami.net

তাকে প্রতিটি প্যাঁচের পরিবর্তে একটি করে নেকী দান করা হবে এবং যখন (আবারো বাঁধার নিয়্যতে) খোলা হবে তখন প্রতিটি প্যাঁচ খোলার জন্য একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মা'শিয়্যাহ..., ১৫তম অংশ, ৮/১৩৩, হাদীস: ৪১১৩৮) ❀ পাগড়ী শরীফ বাঁধা সুন্নাতে যায়িদা (অর্থাৎ সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা) এবং সুন্নাতে যায়িদার বিধান মুস্তাহাবের ন্যায় হয়ে থাকে। সুতরাং যে পাগড়ী বাঁধবে সে সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং যে বাঁধবে না, সে গুনাহগার নয়। তবে আশিকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটি আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মোবারাকা। (আমামা কে ফাযায়িল, ৪৯ পৃষ্ঠা) ❀ পাগড়ীর সুন্নাত হলো, আড়াই গজের চেয়ে কম এবং ছয় গজের চেয়ে বেশি না হওয়া আর এর বন্ধন পদ্ধতি যেন গুম্বদের ন্যায় হয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৮৬) ❀ পাগড়ীর প্রশস্ততায় অর্ধ হাত পর্যন্ত হওয়া উচিৎ বা এর চেয়ে কিছুটা কম বা বেশি, এই কম বেশিতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। (কাশফুল ইলতিবাস..., যিকরি ইমামা, ৩৮ পৃষ্ঠা) ❀ পাগড়ী বাঁধতে অন্যান্য সুন্নাতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিৎ যেমন; ডান দিক থেকে শুরু করা, بِسۡمِ الله পাঠ করা, পোশাক পরিধানের দোয়া পাঠ করা তাছাড়া পাগড়ী সম্পর্কীত সুন্নাত যেমন; শিমলা রাখা এবং সাত হাত বা এর সমান হওয়া। ❀ মসজিদে হোক বা ঘরে সব জায়গায় পাগড়ী দাঁড়িয়ে বাঁধা উচিৎ, শরীয়াতের বিনা অপারগতায় বসে পাগড়ী বাঁধা উচিৎ নয়। কেননা, পাগড়ী বসে বাঁধাতে ক্ষতিই ক্ষতি। যেমনিভাবে- হাদীস শরীফে রয়েছে: যে বসে পাগড়ী বাঁধলো, বা দাঁড়িয়ে সেলোয়ার পরিধান করলো তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে এমন মুসিবতে লিপ্ত করে দেবেন, যার কোন সমাধান নেই। (কাশফুল ইলতিবাস..., যিকরি ইমামা, ৩৯ পৃষ্ঠা) ❀ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মত সর্বদা ধর্মের উপর থাকবে, যতক্ষন তারা টুপির উপর পাগড়ী বাঁধবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মা'শিয়্যাহ..., ১৫তম অংশ, ৮/১৩৩, হাদীস: ৪১১৪০)

আগর সুন্নাতেঁ সিখনে কা হে জযবা, তুম আ-যাও দেয়গা সিখা মাদানী মাহোল।
তু দাড়ি বাড়া লে ইমাম সাজা লে, সেহী হে ইয়ে হারগিয বুড়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কৃওউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا ھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net